WBCS 2022

BENGALI

DESCRIPTIVE

LIVE 11:30 AM 10 JUNE 2022

BENGALI DESCRIPTIVE

❒ নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে ২০০ শব্দের মধ্যে একটি সম্পাদকীয় প্রতিবেদন লিখুন : 'সম্প্রতি বিশ্ব পরিবেশ ভাবনা' অথবা 'পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকার'

পরিবেশ দূষণ : মানুষের সচেতনতা

আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার পাষাণ পিঞ্জরে বিপন্ন কবি করুণ আর্তনাদ করে বলেছেন, "দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর।" সম্প্রতি যন্ত্র সভ্যতার প্রসারে একবিংশ শতাব্দীর মানুষের কাছে এক জ্বলন্ত সমস্যা পরিবেশ দূষণ। বলাবাহুল্য, সভ্যতার সূচনালগ্নে পরিবেশের উপাদানগুলির মধ্যে দূষণ ছিল না। নগর সভ্যতা গড়তে গিয়ে মানুষের অরণ্য ধ্বংস, শিল্প বিপ্লবের প্রসার, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর পারমাণবিক বিস্ফোরণ রকেট অভিযান, উপগ্রহ উৎক্ষেপণ পৃথিবীর নির্মল পরিবেশ দূষিত করছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পৃথিবীর নির্মল বাতাসকে নিউক্লিয় আবর্জনা, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, নাইট্রিক অক্সাইড, ক্লোরোফ্লুরো কার্বন, মিথেন, রাসায়নিক ধোঁয়াশা দূষিত করছে। একদিকে, শিল্প সভ্যতা বায়ুমণ্ডলে গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ বাড়িয়ে বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্ম দিয়েছে। অন্যদিকে, পৃথিবীর জলবায়ুরও পরিবর্তন ঘটছে। আধুনিক সভ্যতার কলকারখানার দূষিত বর্জ্য ও কৃষিক্ষেত্রে কীটনাশকের প্রয়োগ জলদূষণ করছে। কলকারখানার আওয়াজ, মানুষের উৎসবের মত্ততা, যানবাহন শব্দদূষণ বাড়িয়ে তুলছে। রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারে মাটির উৎপাদনশীলতা নষ্ট হচ্ছে। রাসায়নিক বিক্রিয়াজাত মৌল মাটিতে মিশে শস্যের পুষ্টিগুণ নষ্ট করছে। বিমান ও রকেট উৎক্ষেপণ পৃথিবীর ওজোন স্তর ধ্বংস করছে। এই বিষয়ে বলা যায়, পরিবেশ দূষণে মানুষ সুস্থ স্বাভাবিক জীবন হারিয়ে দুরারোগ্য ব্যাধিতে বিপন্ন হচ্ছে। মানুষ নিজের দোষে অবক্ষয়ের মহামারী বহন করে আনছে।

পৃথিবীর পরিবেশ দূষণ রোধে রাষ্ট্রনেতা, বিজ্ঞানীমহল, বুদ্ধিজীবীরা এগিয়ে এসেছেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ১৯৭২ সালে স্টকহোমে পরিবেশ নিয়ে এক সম্মেলন আহ্বান করেন। ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনেইরোতে রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্যোগে বসুন্ধরা শীর্ষক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৫ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে জলবায়ু সম্মেলন হয়। ২০১৮ সালে পোল্যান্ডে জলবায়ু সম্মেলন হয়। রাষ্ট্রপুঞ্জ ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস ঘোষণা করে মানুষকে সচেতন করছেন। এই বিষয়ে সাধারণ মানুষকে আরও দায়িত্বশীল ও সচেতন হতে হবে। নাগরিক সচেতনতা ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে একদিন পৃথিবী দূষণমুক্ত হবে। কবির প্রতিজ্ঞায় বলতে হবে—"এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি / নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।"

❐ নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে ২০০ শব্দের মধ্যে একটি সম্পাদকীয় প্রতিবেদন লিখুন : "সাম্প্রতিক স্বচ্ছ ভারত অভিযানের রূপরেখা"

স্বচ্ছ - ভারত

মহাত্মা গান্ধি পরিচ্ছন্ন ভারতীয় সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখে বলেছিলেন, "আমাদের পায়খানা ঘরটি এমন পরিষ্কার রাখতে হবে যে সেখানে বসে আহার করতেও ঘৃণা হবে না।" গান্ধিজির স্বপ্নপূরণে ২০১৪ সালের, ২ অক্টোবর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাজঘাট সমাধিতে রাস্তা পরিষ্কার করে স্বচ্ছ ভারত অভিযান প্রকল্পের সূচনা করেন। গান্ধিজির সার্ধশততম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনকে স্মরণীয় করতে ২০১৯ সালের অক্টোবরের মধ্যে পরিচ্ছন্ন ভারত গড়তে জাতির উদ্দেশ্যে আহ্বান জানান। স্বচ্ছ ভারত মিশনের সংকল্প, ২০১৯ সালের অক্টোবরের মধ্যে এক স্বচ্ছ ও উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের রেওয়াজবিহীন (ওডিএফ) তকমাযুক্ত ভারত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্বচ্ছ ভারত অভিযান ১৯৯৯ সালের নিবিড় স্বাস্থ্যবিধান প্রকল্পের বিস্তৃততর রূপ। ২০১৪ সালে স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পের সূচনায় ভারতে ৫৫ কোটির মতো মানুষ মাঠে-ঘাটে শৌচকর্ম করতেন। ২০১৯ সালে সেই সংখ্যা ১০ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। ২০১৪ সালে ২ অক্টোবরের পর ভারতে ৭ কোটি ১০ লক্ষেরও বেশি শৌচালয় নির্মিত হয়েছে। বলাবাহুল্য, স্বাধীনতার পর ভারতে যে স্যানিটেশন হয়েছে, বিগত চারবছরে তার অনেক বেশি অগ্রগতি হয়েছে। ইতিমধ্যে ৩ কোটি ৬ লক্ষের বেশি গ্রাম, ৩৮২টি জেলা, ১৩টি রাজ্য, ৪টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল উন্মুক্ত শৌচের রেওয়াজবিহীন (ওডিএফ) তকমা পেয়েছে। প্রশাসনের একদম শীর্ষস্তর থেকে নিরবচ্ছিন্ন পৃষ্ঠপোষকতাসহ এই কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং মিশনের মুখ্য প্রচারকের দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

স্বচ্ছ ভারত অভিযানের কর্মসূচির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হল কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা। গ্রামের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা মাপজোকের জন্য 'গ্রাম স্বচ্ছতা সূচক' বানানো হয়েছে। বাড়ির আশপাশ, মাঠঘাটের আবর্জনার স্তূপ, জমা জল ইত্যাদি বিচারে পরিচ্ছন্নতার মাপকাঠি অনুযায়ী গ্রামগুলির 'গ্রাম স্বচ্ছতাসূচক' (ভিএসআই) নির্ধারণ করা হচ্ছে। স্বচ্ছ ভারত মিশন শৌচালয় নির্মাণের গণ্ডি ছাড়িয়ে মানুষের অভ্যাস তথা মানসিকতার পরিবর্তনের ভিত গড়ে দিচ্ছে।

❐ নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে ২০০ শব্দের মধ্যে একটি সম্পাদকীয় প্রতিবেদন লিখুন : "মহাকাশ গবেষণায় ভারতের কর্মসূচি"

মহাকাশে ভারতের মঙ্গলদীপ

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বিস্ময়ভরা চোখে বলেছেন, "মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে / আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে—" প্রাচীন ভারতবর্ষেই মহাকাশ বিজ্ঞানের গৌরবময় অধ্যায় সূচিত হয়েছিল। কিন্তু আধুনিক মহাকাশ গবেষণা ভারত উন্নত দেশগুলির তুলনায় পরে শুরু করেছে। বলাবাহুল্য, ভারত বিশ্বের একমাত্র দেশ যারা অসামরিক লক্ষ্য নিয়ে মহাকাশ কর্মসূচির বিকাশ করেছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে মহাকাশ গবেষণাকে সম্পর্ক যুক্ত করেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতে কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে পাঠানো পৃথিবীর বহুমাত্রিক ছবি প্রাকৃতিক সম্পদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। শস্যচাষ এলাকার উপগ্রহ মানচিত্র তৈরি করে কীটপতঙ্গের প্রাদুর্ভাব ও খরা পরিস্থিতি সম্পর্কে আগাম সতর্কতা জারির কাজ সহজ হয়েছে। উপগ্রহের সাহায্যে বনাঞ্চলের উপর নজরদারিতে পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতির হদিশ পাওয়া যায়। ভূ-প্রেক্ষণকারী উপগ্রহ 'ওসেন স্যাট'-এর তথ্যের ভিত্তিতে সাগরের জলের রং, উষ্ণতা বাতাসের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করে মাছের ঝাঁকের অবস্থানের তথ্য ধীবরদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। ডিটিএইচ টেলিভিশন পরিষেবার মাধ্যমে টেলিভিশন প্রোগ্রাম দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে যাচ্ছে। সম্প্রতি মহাকাশ প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে টেলি-মেডিসিন প্রকল্পের সাহায্যে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা প্রত্যন্ত গ্রামে পৌঁছে যাচ্ছে। কৃত্রিম উপগ্রহ এডুস্যাটের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীকে উচ্চমানের শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। কৃত্রিম উপগ্রহের ছবি থেকে ভূমিকম্প, বন্যা, সুনামির, মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়। কৃত্রিম উপগ্রহের সৌজন্যে অগম্য এলাকায় আপৎকালীন যোগাযোগের মতো অত্যন্ত জরুরি কাজকে সুনিশ্চিত করা গেছে।

ভারতের মহাকাশ গবেষণা মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সুফলদায়ী কর্মসূচির রূপায়ণ করেছে। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে মহাকাশ প্রযুক্তির প্রয়োগ হয়েছে। এক্ষেত্রে ভারতীয় মহাকাশ কর্মসূচি ভারতকে বিশ্বের মঞ্চে নেতার আসনে বসিয়ে দিয়েছে।

□ নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে ২০০ শব্দের মধ্যে একটি সম্পাদকীয় প্রতিবেদন লিখুন : "ভারতীয় কৃষির সাম্প্রতিক সংকট"

সংকটে ভারতীয় কৃষি

সাম্প্রতিক কালের ভারতীয় কৃষির সংকটের স্বরূপ বিগত দুই-তিন দশকের ভারতীয় অর্থনীতির মধ্যে নিহিত আছে। স্বাধীন ভারতের অর্থনীতিতে কৃষির ভূমিকা দীর্ঘদিন গুরুত্বপূর্ণ ছিল। জাতীয় আয়, কর্মসংস্থান, শিল্পায়ন, বহির্বাণিজ্য এইসব জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে কৃষি কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছিল। শিল্পের অগ্রগতি ও অর্থনীতির ক্রমোন্নয়নশীলতার স্বাভাবিক নিয়মে জাতীয় আয়ে কৃষির অনুপাত কমতে থাকলেও কৃষির উপর কর্মসংস্থান ভিত্তিক নির্ভরতা কমল না। এক ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা যায়, আজও দেশের অর্ধেক মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতা কোনোভাবেই সমৃদ্ধতর অর্থনীতির পরিচায়ক নয়। সম্প্রতি কৃষি সংকটের অন্যতম প্রধান কারণ কর্মসংস্থানের নিরিখে কৃষির উপর এই অতি নির্ভরতার মধ্যে নিহিত রয়েছে। বলাবাহুল্য, আমেরিকা, ইংল্যান্ড, জাপান প্রভৃতি উন্নত দেশগুলিতে কৃষির উপর এই নির্ভরতার অনুপাত দুই থেকে চার শতাংশ মাত্র।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৬০-১৯৮০ দশকের শেষপর্ব পর্যন্ত ভারতীয় কৃষির তর্কাতীত সাফল্য ছিল। এই সময় ভারতীয় কৃষিতে সবুজ বিপ্লবের মতো যুগান্তকারী ঘটনা ঘটেছে। বর্তমান ভারতীয় অর্থনীতির সামগ্রিক অবস্থাটিকে সমষ্টিমূলক পরিসরে (ম্যাক্রোলেভেল) বিচার করলে কৃষিক্ষেত্রের হতশ্রী রূপই ফুটে ওঠে। এই বিষয়ে বলা যায়, খাদ্যপণ্যের ক্রমশ মুদ্রাস্ফীতি স্বাধীন ভারতের অর্থনীতিতে এক নজিরবিহীন ঘটনা। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষকের আত্মহত্যার সামগ্রিক কারণ অবশ্যই সংকটাপন্ন কৃষি। সম্প্রতি সারাদেশে কৃষিজমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংঘর্ষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষি সংকটের অন্যতম কারণ। এখন প্রশ্ন এই সংকটের সমাধান কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তরটি জটিল ও বহুমাত্রিক। এই প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল—কৃষিক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগ আরও বাড়িয়ে তোলা। যেমনভাবেই হোক ভারতীয় কৃষিকে একটি লাভজনক বৃত্তি হিসাবে বিকশিত করে তুলতে হবে।

❐ কলকাতা শহরে অটো দুর্ঘটনার উপর একটি প্রতিবেদন রচনা করুন।

উড়ালপুলে অটো উলটে মৃত এক যাত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, উল্টোডাঙ্গা, ৬ মার্চ : উল্টোডাঙ্গা উড়ালপুলে যাত্রীবাহী অটো ওঠার নিয়ম নেই। সেই নিয়মের তোয়াক্কা না করে বুধবার তিন যাত্রীসহ অটো উড়ালপুলে উঠে পড়ে। বেপরোয়াভাবে অটো চালনায় দুর্ঘটনার শিকার হয়ে মৃত্যু হল সুদীপ বসু (৫০) নামে এক অটোযাত্রীর। অটোর বাকি দুজন যাত্রী আহত হয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার পরে জখম যাত্রীদের রক্তাক্ত অবস্থায় ঘটনাস্থলে ফেলে রেখে অটোচালক পালিয়ে যান।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পুলিশের নজর এড়িয়ে অটোটি উড়ালপুলে উঠে পড়ে। পুলিশ সূত্রের খবর, ওইদিন দুপুর ২টো নাগাদ অটোটি উড়ালপুল ধরে লেকটাউনের দিকে যাচ্ছিল। বেপরোয়া গতিতে যাওয়া অটোটি প্রথম নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উড়ালপুলের রেলিংয়ে ধাক্কা মারে। তারপর বেশ কিছুটা ঘষটে গিয়ে ল্যামপোস্টে ধাক্কা মেরে উলটে যায়। অটোচালক মত্ত অবস্থায় অটো চালাচ্ছিলেন বলেই অনুমান পুলিশের। লেকটাউন থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের আর জি কর হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই সুদীপবাবুকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। পুলিশ জানিয়েছে মৃত সুদীপবাবু শ্যামবাজারের বাসিন্দা। বিধাননগর কমিশনারেট সূত্রের খবর, অটোর অন্য এক যাত্রী সন্তোষ রায়ের চোট লেগেছে। শিবদাস দত্ত নামে আর এক যাত্রীর তেমন আঘাত লাগেনি। আর জি কর হাসপাতালে শুয়ে সন্তোষবাবু দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে বলেন, "বাইপাস থেকে আমরা ওই অটোতে উঠি। সকলেই পিছনের সিটে বসেছিলাম। চালক খুব বাজেভাবে অটো চালাচ্ছিল। বারণ করলেও শুনছিল না। সেতুর উপরে আচমকা অটো উলটে গেল।"

নজরদারির প্রশ্নের উত্তরে বিধাননগর কমিশনারেটের এক পুলিশ কর্তা বলেন, "উড়ালপুলে অটো যাতায়াতের নিয়ম নেই। কলকাতার দিক থেকে অটো কীভাবে উড়ালপুলে উঠল বলতে পারব না।" কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, উল্টোডাঙ্গা উড়ালপুল দিয়ে অটোর রুট নেই। সেক্ষেত্রে অটো উড়ালপুলের উপরে উঠে পড়লে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আমাদেরও অপেক্ষা করতে হবে কলকাতার অটো দৌরাত্ম্য কবে বন্ধ হবে।

❐ আপনার স্থানীয় ক্লাবের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে চক্ষু অপারেশন শিবির আয়োজন করা হয়েছে—এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করুন।

[Cultural Officer Exam-2019]

চক্ষু-অপারেশন শিবিরে মানুষের উৎসাহ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কামারহাটি, ১০ মার্চ : রবিবার সকাল ১০টা থেকে কামারহাটি যুবক সংঘ ক্লাবের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে চক্ষু-অপারেশন শিবিরের আয়োজন করা হয়। আজকের শিবিরে ৫০ জন মানুষের সফলভাবে চক্ষু-অপারেশন সম্পন্ন হয়। আই স্পেশালিস্ট ১০ জন ডাক্তারের একটি টিম উপস্থিত ছিলেন। রোগীরা মুগ্ধ হয়ে যান ডাক্তারবাবুদের সেবাপরায়ণ মনোভাবে। শিবিরের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী ও কবি তরুণ চক্রবর্তী।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, বিগত পাঁচ বছর ধরে যুবক সংঘ ক্লাব এই চক্ষু-অপারেশন শিবিরের আয়োজন করে আসছে। স্থানীয় সূত্রের খবর, এই ক্লাবের সদস্যরা বিভিন্ন সমাজসেবা মূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। আজ সকাল ১০টা থেকে চক্ষু-অপারেশন শুরু হয়। বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত অপারেশনের কাজ চলে। ক্লাবের সেক্রেটারি দাবি করেন, পাঁচবছর ধরে প্রায় ২০০ জন দরিদ্র মানুষের চক্ষু-অপারেশনের ব্যবস্থা করেছেন। ব্যস্ততার মাঝেও ডাঃ অমল মুখোপাধ্যায় বলেন, "আমি বিগত পাঁচ বছর ধরে এই শিবিরে আসছি। বছরে একটা দিন এই মানুষগুলোর সঙ্গে থাকতে পেরে গর্ব অনুভব করি।" স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থেকে সকলকে উৎসাহিত করেছেন। গত বছর রোগীর সংখ্যা ছিল ৪০ জন। এই বছর ৫০ জন এসেছেন। আগামী বছর সংখ্যাটা ৬০ ছাড়িয়ে যাবে বলে দাবি করেন আয়োজকরা। একজন রোগী ষাট বছরের চন্দন সেন এই বিষয়ে মন্তব্য করেন, "বিনামূল্যে ছানি অপারেশনের এই সুযোগ আমাদের মতো গরিব মানুষের কাছে বিধাতার আশীর্বাদের মতো।"

ক্লাবের সদস্যরা দূরের রোগীদের ক্লাবের পক্ষ থেকে গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। স্থানীয় বিত্তশালী মানুষজন ও ব্যাবসাদাররা সেবামূলক কাজের জন্য যুবক সংঘ ক্লাবকে অর্থ সাহায্য করেন। এলাকাবাসী ক্লাবের সেবা ও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য গর্ব অনুভব করেন। যুবকসংঘ ক্লাব অন্যান্য ক্লাবগুলিকে সেবামূলক কাজে উৎসাহিত করছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের আশা, যুবকসংঘ ক্লাব একদিন মানবসেবায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

Thank
you